ইত্তেফাক

তারিখ 23/7/83
পৃষ্ঠা 2 কলাম 1

39

টেক্সট বুক বোর্ড : অহেতুক সমস্যা

স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের হাজার হাজার পাঠ্য-পুস্তক দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের পোস্ট অফিসগুলিতে অবিক্রীত ও পরিত্যক্ত অবস্থায় বিনস্ট হইয়া যাইতেছে। এতদসম্পর্কে যাহা জানা যায় তাহা হইতেছে, এই পাঠ্য-পুস্তক নির্ধারিত সময়ের কমপক্ষে দুই-তিন মাস পরে প্রেরিত হইয়াছে। অন্যদিকে প্রেরিত এই পাঠ্যপুস্তকের কোন কোন সেট যেমন চাহিদার তুলনায় অল্প ছিল ঠিক তেমনি কোন কোন সেট আবার বেশীও ছিল। পাঠ্যপুস্তক অবিক্রীত থাকার জন্য অন্য যে কারণটি দায়ী তাহা হইতেছে, টেক্সট বুক বোর্ডের পাশাপাশি বেসরকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান-গুলিকে পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশের অনুমতিদান। এই প্রতিষ্ঠানগুলি এবার বোর্ডের পূর্বেই পাঠ্যপুস্তক বাজারে ছাড়িয়াছে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা পোস্ট অফিসের জন্য অপেক্ষা না করিয়া বাজার হইতেই পুস্তক ক্রয় করিয়া লইয়াছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের উপর পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশ ও সরবরাহের দায়িত্ব ন্যস্ত হওয়ার পর গত এগার বছরের কোন বছরই ছাত্র-ছাত্রীরা যথাসময়ে পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহে সমর্থ হয় নাই। এমনকি পোস্ট অফিসের মাধ্যমে পুস্তক বিতরণের ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ার পরও অবস্থার কোন প্রকার উন্নতি হয় নাই। শেষ পর্যন্ত সরকার বাধ্য হইয়া গত নভেম্বর মাসে টেক্সট বুক বোর্ডের পাশাপাশি বেসরকারী বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকেও পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও বিতরণের অনুমতি প্রদান করে। লক্ষণীয়, এই ব্যবস্থায় পুস্তক সহজেই ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট গিয়া পৌঁছিয়াছে। তবে বোর্ড যে পুস্তক পোস্ট অফিসে প্রেরণ করিয়াছে তাহার অধিকাংশ অবিক্রীত থাকিয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে পোস্ট অফিসে বিপুল সংখ্যক পুস্তক রাখার ব্যবস্থা না থাকায় লক্ষ লক্ষ টাকার পাঠ্যপুস্তক এখন পরিত্যক্ত অবস্থায় বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে।

ইহা উল্লেখ না করিলেও চলে যে, অতীতে সারা দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও বিতরণের দায়িত্ব বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উপরই ন্যস্ত ছিল এবং দীর্ঘদিনের চেষ্টায় দেশে পুস্তক বিতরণের একটি সুৎসই নেটওয়ার্কও তৈরী হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ১৯৭২ সালে সরকার লক্ষ লক্ষ পুস্তক এক সঙ্গে প্রকাশ ও বিতরণের ক্ষমতা টেক্সট বুক বোর্ডের আছে কিনা তাহা যাচাই না করিয়াই বোর্ডের উপর পুস্তক প্রকাশ ও বিতরণের অসম্ভব দায়িত্বটি অর্পণ করেন এবং স্বাভাবিকভাবে বোর্ডও পুস্তক প্রকাশ ও বিতরণে ব্যর্থ হয়। আরো দুঃখজনক হইতেছে, বোর্ডের এই ব্যর্থতা অনিবার্য প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন যাবৎ সরকার এর বিকল্প কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। পরে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে পুস্তক বিতরণের যে ব্যবস্থা গৃহীত হয় তাহাতেও অবস্থার কোন পরিবর্তন তো হয়ই নাই, উপরন্ত পোস্ট অফিসের স্বাভাবিক কাজকর্মে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়। তাই বিলম্বে হইলেও সরকার পুরাতন প্রথায় পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশ ও বিতরণের যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা ইহাকে শুভ ও বাস্তবসম্মত বলিয়া মনে করি। তবে ক্রমবর্ধমান লেনদেন এবং কর্মচারীর সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত হওয়ায় অধিকাংশ পোস্ট অফিসের স্বাভাবিক কাজকর্ম সম্পাদন এখন দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। এ পরিস্থিতিতে পাঠ্য-পুস্তক বিতরণের যে দায়িত্বটি পোস্ট অফিসের উপর অর্পিত হইয়াছে আমরা মনে করি, তাহাও প্রত্যাহৃত হওয়া আবশ্যক।

প্রসঙ্গক্রমে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের উপর পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশ ও বিতরণের দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার পর বোর্ডের আসল যে কাজ, অর্থাৎ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী সহজ-সরল ভাষায় নির্ভুল পুস্তক প্রণয়ন, তাহা দারুণভাবে ব্যাহত হইতেছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই অবগত এখন এমন কোন পাঠ্যপুস্তক পাওয়া যাইবে না যাহার কোন না কোন অংশে ছাপার ভুলই নয়, ভাষা ও বিষয়গত ভুলও বর্তমান। সরকার বিষয়টি বিবেচনা করিয়া বোর্ডকে আরো সক্রিয় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, ইহাই প্রত্যাশিত।